রিসালা নং: ৮৭

কবরের প্রথম রাত

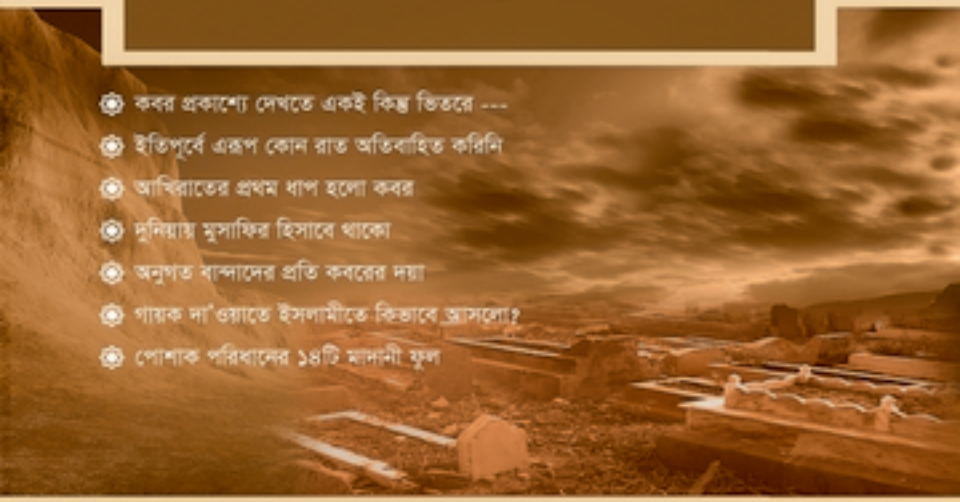

- কবর প্রকাশ্যে দেখতে একই কিন্তু ভিতরে ---
- ইতিপূর্বে এরূপ কোন রাত অতিবাহিত করিনি
- আখিরাতের প্রথম ধাপ হলো কবর
- দুনিয়ায় মুসাফির হিসাবে থাকো
- অনুগত বান্দাদের প্রতি কবরের দয়া
- গায়ক দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো?
- পোশাক পরিধানের ১৪টি মাদানী ফুল

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কবরের প্রথম রাত[১]

শয়তান কখনো চাইবে না যে, এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে কবরের প্রথম রাতের প্রস্তুতির জন্য আপনার মানসিকতা তৈরী হোক, শয়তানের এই আক্রমনকে প্রতিহত করে দিন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলসিরাতে নূর হবে, যে ব্যক্তি শুক্রবার আমার উপর আশিবার (৮০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোয়ী গুল বাকী রহেগা না চমন রেহ জায়েগা
পর রাসূলুল্লাহ কা দ্বীনে হাসান রেহ জায়েগা
হাম সাফির ও বাগ মে হে কোয়ী দম কা চাহচাহা
বুলবুলেঁ উড় জায়েগী সুনা চমন রেহ জায়েগা

---

১. এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিজরী (১৪-৩-২০১০ইং) রবিবার দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী) প্রদান করেন, যা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে প্রকাশ করা হলো। - **মাকতাবাতুল মদীনা বিভাগ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আতলাস কাম খোয়াব কি পোশাক পর নাযাঁ না হো
ইস তনে বে জান পর খাকি কাফন রেহ জায়েগা

মহান তাবেয়ী, হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার ঘরের দরজায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও উঠলেন আর জানাযার পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। জানাযার নিচে এক মাদানী মুন্নী (কন্যা) অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে দৌঁড়ে দৌঁড়ে যাচ্ছিলো, সে বলছিলো: হে আব্বাজান! আজ আমার উপর ঐ সময় এসেছে, যা পূর্বে কখনো আসেনি। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন এই ব্যথাভরা আওয়াজ শুনলেন, তখন চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো, মমতাভরা হাত সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এতিম মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দিলেন আর বললেন: কন্যা! তোমার উপর নয় বরং তোমার মরহুম পিতার উপরই ঐ সময় এসেছে, যা আজকের পূর্বে আর কখনো আসেনি। পরদিন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঐ মাদানী মুন্নীকে (মেয়েকে) দেখলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শিক্ষা অর্জনের জন্য তার (মাদানী মুন্নীর) (ঐ মেয়ের) পিছনে পিছনে

গেলেন। কবরস্থানে পৌঁছে মাদানী মুন্নী (ঐ কন্যা) তার পিতার কবরকে জড়িয়ে ধরলো। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি ঝোঁপের পেছনে লুকিয়ে গেলেন। মাদানী মুন্নী (ঐ কন্যা) তার গাল মাটির উপর রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো: হে আব্বাজান! আপনি অন্ধকারে প্রদীপ ও কল্যাণকামী ছাড়া কবরের প্রথম রাত কীভাবে অতিবাহিত করেছেন? হে আব্বাজান! কাল রাতে তো আমি আপনার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়েছিলাম, আজ রাতে কবরে প্রদীপ কে জ্বালিয়ে দিবে! হে আব্বাজান! কাল রাতে ঘরে আমি আপনার জন্য বিছানা বিছিয়েছিলাম, আজ রাতে কবরে বিছানা কে বিছিয়ে দিবে! হে আব্বাজান! কাল রাতে ঘরে আমি আপনার হাত পা টিপে দিয়েছিলাম, আজ রাতে কবরে হাত পা কে টিপে দিবে! হে আব্বাজান! কাল রাতে ঘরে আমি আপনাকে পানি পান করিয়েছিলাম, আজ রাতে কবরে যখন পিপাসা লাগবে আর আপনি পানি চাইবেন তখন পানি কে নিয়ে আসবে! হে আব্বাজান! কাল রাতে আপনার শরীরে চাদর আমিই ঢেকে দিয়েছিলাম, আজ রাতে কে ঢেকে দিবে! হে আব্বাজান! কাল রাতে ঘরে আপনার চেহারার ঘাম আমিই মুছে দিয়েছিলাম,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।” **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আজ রাতে কবরে কে ঘাম মুছে দিবে! হে আব্বাজান! কাল রাত পর্যন্ত তো আপনি যখনই আমাকে ডেকেছেন, আমি চলে এসেছি, আজ রাতে কবরে আপনি কাকে ডাকবেন আর ডাক শুনে কে আসবে! হে আব্বাজান! কাল রাতে যখন আপনার ক্ষুধা লেগেছিলো, তখন আমিই আপনার জন্য খাবার এনে দিয়েছিলাম, আজ রাতে যখন কবরে ক্ষুধা লাগবে, তখন খাবার কে এনে দিবে! হে আব্বাজান! কাল রাত পর্যন্ত তো আমি আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না করেছি, আজ কবরের প্রথম রাতে কে রান্না করবে!

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শোকে ভরপুর ও দুঃখী মাদানী মুন্নীর (ঐ কন্যার) আবেগময় কথা শুনে কেঁদে দিলেন এবং কাছে এসে বললেন: হে কন্যা! এভাবে নয় বরং এভাবে বলো: হে আব্বাজান! দাফন করার সময় আপনার চেহারা কিবলামুখী করে দেয়া হয়েছিলো, এখনও কি আপনার চেহারা সেই অবস্থায় আছে নাকি চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে? হে আব্বাজান! আপনাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাফন পরিধান করিয়ে দাফন করা হয়েছিলো, এখনও কি তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে? হে আব্বাজান! আপনাকে কবরে সুস্থ

ও সবল শরীর সহকারে রাখা হয়েছে, এখনও কি আপনার শরীর নিরাপদ আছে, নাকি তা পোকা মাকড় খেয়ে নিয়েছে? হে আব্বাজান! আলেমগণ বলেন: কবরের প্রথম রাতে বান্দাকে ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, তখন কেউ উত্তর দিতে পারবে আর কেউ হতাশ থাকবে, আপনি কি সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন, নাকি ব্যর্থ হয়েছেন? হে আব্বাজান! আলেমগণ বলেন: অনেক মৃতের কবর প্রশস্থ হয়ে যায় আর অনেকের কবর সংকীর্ণ হয়ে যায়, আপনার কবর কি সংকীর্ণ হয়েছে, নাকি প্রশস্থ? হে আব্বাজান! আলেমগণ বলেন: অনেক মৃতের কাফন জান্নাতী কাফনে ও অনেকের কাফনকে জাহান্নামের আগুনের কাফন দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়, আপনার কাফন কি আগুন দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে নাকি জান্নাতী কাফন দ্বারা? হে আব্বাজান! আলেমগণ বলেন: কবর কাউকে এমনভাবে চাপ দেয়, যেভাবে মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরে আর কাউকে রাগান্বিত হয়ে এমনভাবে আলিঙ্গন করে যে, তার হাঁড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে একটি অপরটির ভেতরে ঢুকে যায়, তাই কবর আপনাকে মায়ের মতো নম্রভাবে চাপ দিয়েছে নাকি হাঁড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার

করে দিয়েছে? হে আব্বাজান! আলেমগণ বলেন: মৃতকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন সে উভয় অবস্থায়ই অনুশোচনা করে, যদি সে নেককার বান্দা হয়, তবে এই কারণেই অনুশোচনা করে যে, নেকী আরো বেশি করেনি কেনো আর যদি গুনাহগার হয়, তবে এই কারণেই অনুশোচনা করে যে, গুনাহ কেনো করলো! তাই হে আব্বাজান! আপনি কি নেকী কম হওয়ার কারণে অনুশোচনা করছেন নাকি গুনাহের কারণে? হে আব্বাজান! কাল যখন আপনাকে ডাকতাম, তখন আপনি আমাকে উত্তর দিতেন, আজ আমার কিরূপ দূর্ভাগা যে, আজ কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে ডাকছি কিন্তু আমি আপনার উত্তরের আওয়াজ শুনছি না! হে আব্বাজান! আপনিতো আমার কাছ থেকে এমনভাবে পৃথক হয়ে গেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত হয়তো আর একত্রিত হতে পারবো না। হে দয়াময় **আল্লাহ পাক**! কিয়ামতের ময়দানে আমাকে আমার আব্বাজানের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বঞ্চিত করো না।

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একথাগুলো শুনে সেই মাদানী মুন্নী (ঐ কন্যা) আরয করলো: হে আমার সরদার! আপনার উপদেশ মূলক কথা আমাকে

উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। অতঃপর সে কান্না করতে করতে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে ফিরে এলো।

(আল মাওয়ায়েযুল উসফুরিয়্যাতি লি আবি বকর ইবনে মুহাম্মদুল উসফুর, ১১৮ পৃষ্ঠা)

আঁখে রো রো কে সূ জানে ওয়ালে জানে ওয়ালে নেহী আ'নে ওয়ালে
কোয়ী দিন মে ইয়ে সরা উজড় হে আরে আও ছাওনি ছা'নে ওয়ালে
নফস! মে খাক হুয়া তো না মিটা হে! মেরী জান কে খা'নে ওয়ালে
সাথ লে লো মুঝে মে মুজরিম হো রাহ মে পড়তে হে তা'নে ওয়ালে
হো গেয়া দাহাক সে কলেজা মেরা
হায় রুখসাত কী সুনানে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবর প্রকাশ্যে দেখতে একই কিন্তু ভিতরে...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কখনো না কখনো তো আপনাদের সবাইকে কবরস্থানে যেতে হয়েছে। কখনো কি চিন্তা করেছেন যে, কবরস্থানের শোকার্ত পরিবেশ, দুঃখ ভারাক্রান্ত বাতাস যেনো নিজ মুখেই ঘোষণা করছে: হে দুনিয়াবী জীবনে সন্তুষ্ট ব্যক্তিরা! তোমাদের সবাইকে একদিন না একদিন এই নির্জন কবরের গভীর গর্তে আসতেই হবে। মনে রেখো! এই কবর যা উপর থেকে একই রকম দেখায়, তবে

এমন নয় যে, এর ভিতরের অবস্থাও একই, জি হ্যাঁ, এই মাটির স্তুপের নিচে দাফনকৃত যদি ও কেউ নামাযী ছিলো, রমযানুল মোবারকের রোযা পালনকারী ছিলো, সম্পূর্ণ রমযানুল মোবারক মাস বা কমপক্ষে শেষ দশদিনের ইতিকাফকারী ছিলো, মাহে রমযানের আশিক ও রমযানকে সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলো, যাকাত ফরয হওয়াবস্থায় নিজের যাকাত সম্পূর্ণ আদায়কারী ছিলো, হালাল রিযিক অন্বেষণকারী ছিলো, সম্মান পূর্বক হালাল রিযিক পেয়ে সন্তুষ্টিকারী ছিলো, কোরআনে পাকের তিলাওয়াতকারী ছিলো, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের নামায আদায়কারী ছিলো, বিনয় প্রদর্শনকারী ছিলো, সৎচরিত্রের অধিকারী ছিলো, শরীয়াত অনুযায়ী এক মুষ্ঠি দাঁড়ি বৃদ্ধিকারী ছিলো, পাগড়ি দ্বারা মাথা সজ্জিতকারী ছিলো, সুন্নাতের অনুসরণকারী ছিলো, পিতা-মাতার আদেশ মান্যকারী ছিলো, বান্দার হক আদায়কারী ছিলো, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা পোষণকারী ছিলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও পবিত্র আহলে বাইত এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর প্রেমিক ছিলো, তবে তার কবর উপর থেকে যে মাটির ছোট স্তুপ হিসাবে দেখা যাচ্ছে,

হতে পারে, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহে এর ভিতরের অংশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে গেছে, কবরে জান্নাতের দিকে জানালা খুলে গেছে এবং এই প্রকাশ্য মাটির স্তুপের নিচে জান্নাতের সুন্দর বাগান বিদ্যমান। অন্যদিকে এই মাটির স্তুপের নিচে দাফন হওয়া ব্যক্তি, যদি বেনামাযী ছিলো, রমযানুল মোবারকের রোযা জেনেশুনে ত্যাগকারী ছিলো, রমযানুল মোবারকের রাতে গলিতে ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার কারণে মুসলমানের ইবাদত বা ঘুমের ব্যঘাত সৃষ্টিকারী বা এরূপ খেলার দর্শক হয়ে তাদের উৎসাহ প্রদানকারী ছিলো, যাকাত ফরয হওয়াবস্থায় আদায় কারার ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বনকারী ছিলো, হারাম উপার্জনকারী ছিলো, সূদ ও ঘুষের লেনদেনকারী ছিলো, মানুষের ঋণ আত্মসাতকারী ছিলো, মদ পানকারী ছিলো, জুয়াড়ী ছিলো, মদ ও জুয়ার আসর পরিচালনাকারী ছিলো, শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানের অন্তরে কষ্ট প্রদানকারী ছিলো, মুসলমানদেরকে ভয় দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে চাঁদা আদায়কারী ছিলো, মুক্তিপণের জন্য মুসলমানদের অপহরনকারী ছিলো, চোর ছিলো, ডাকাত ছিলো, আমানত ভঙ্গকারী ছিলো, অবৈধভাবে

জমি দখলকারী ছিলো, অসহায় কৃষকের সর্বস্ব হরণকারী ছিলো, ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের তান্ডবকারী ছিলো, দাঁড়ি মুন্ডনকারী বা এক মুষ্ঠির চেয়ে ছোট করে কর্তনকারী ছিলো, সিনেমা-নাটকের দর্শক ও প্রদর্শনকারী ছিলো, গান-বাজনা শ্রবণকারী ছিলো, গালিগালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, অপবাদ, কু-ধারণা এবং অহঙ্কারে অভ্যস্ত ছিলো, পিতা-মাতার অবাধ্য ছিলো, তবে হতে পারে মাটির এই প্রশান্ত মনে হওয়া স্তুপের নিচে অস্থিরতাময় অবস্থা বিরাজ করছে, জাহান্নামের জানালা খোলা হয়েছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে, সাপ ও বিচ্ছু দাফনকৃতের শরীরের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে এবং এমন চিৎকার চেচামেচি হচ্ছে যা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

হায় গাফিল ওহ কিয়া জাগা হে জাহাঁ, পাঁচ জা'তে হে চার ফির তে হে
বায়েঁ রাস্তে না জা মুসাফির সুন, মাল হে রাহ মার[১] ফির তে হে
জাগ সুনসান বন হে রাত আয়ি, গোরগ[২] বেহরে শিকার ফির তে হেএ
নফস ইয়ে কোয়ী চাল হে যালিম
জেয়সে খাচে বিজার ফির তে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ডাকাত, লণ্ঠনকারী। ২. নেকড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যুই

হে আশিকানে রাসূল! এই কবরস্থানের নির্জন ভূমিকে দেখুন ও গভীরভাবে চিন্তা করুন, আমরা কি জীবিত অবস্থায় কেউ কবরস্থানে একটি রাত একা অবস্থান করতে পারবো? হয়ত কেউ সাহস করতে পারবে না, তবে যদি জীবিতাবস্থাতেই একা থাকতে ভয় করে, তবে মৃত্যুর পর যখন সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, অনুভূতি অটুট থাকবে, সবকিছু দেখবে ও শুনবে কিন্তু নড়াচড়া ও বলতে পারবে না, এরূপ হৃদয় বিদারক অবস্থায় অন্ধকার কবরে একাকী সে কীভাবে থাকবে! আফসোস! আমাদের অবস্থা এরূপ যে, যদি আরাম আয়েশে পূর্ণ সুন্দর এয়ার কন্ডিশন ঘরেও একাকী বন্দী করে রাখা হয়, তবুও ভীত হয়ে যাবো!

আন্ধেরী রাত হে গম কি ঘটা ইচইয়াঁ কি কালী হে
দিল বে কস কা ইস আ'ফত মে আক্বা তু হি ওয়ালী হে
উতর তে চাঁন্দ ডলতি চাঁন্দনী জু হো সাকে করলে
আন্ধেরা পাক[১] আতা হে ইয়ে দু'দিন কী উজালী হে
আন্ধেরা ঘর, একেলি জান, দম ঘটতা, দিল উকতা তা
খোদা কো ইয়াদ কর পেয়ারে ওহ সা'আত আনে ওয়ালী হে

১. অর্থাৎ মাসের শেষ পনের দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ان شاء الله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

না চওঁকা দিন হে ডলনে পর তেরী মনযিল হুয়ী কোটী
আরে আও জানে ওয়ালে নিন্দ ইয়ে কব কী নিকালী হে
রযা মনযিল তো জেয়সি হে ওহ ইক মে কিয়া সভি কো হে
তুম ইস কো রুতে হো ইয়ে তো কহো ইয়াঁ হাত খালি হে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশ্বাস করুন! কবরস্থানে দাফনকৃতরা আজ আমাদেরকে এই অবস্থায় উপদেশ দিচ্ছে: "হে উদাসীন মানব! মনে রেখো! গতকাল আমিও সেখানে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) ছিলাম, যেখানে আজ তোমরা রয়েছো এবং আগামিকাল তোমরাও এখানে (অর্থাৎ কবরে) এসে পৌঁছাবে, যেখানে আজ আমরা আছি।" নিশ্চয় যারা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে, যে জীবনের ফুল কুঁড়িয়েছে, তাকে অবশ্যই মৃত্যুর কাঁটা আঘাত করেছে, যে আনন্দের ভান্ডার পেয়েছে, সে মৃত্যুর বেদনা পাবেই!

আমরা পৃথিবীতে ক্রমান্বয়ে এসেছি, কিন্তু...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই পৃথিবীতে অবশ্যই একটি ক্রমানুসারে এসেছি, অর্থাৎ এভাবে যে, প্রথমে দাদা অতঃপর পিতা অতঃপর সন্তান অতঃপর নাতি, কিন্তু মৃত্যুর কোন ধারাবাহিক নিয়ম নেই। বৃদ্ধ দাদা জীবিত থাকে অথচ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

দুগ্ধপোষ্য শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কারো নানাজান বেঁচে থাকে কিন্তু আম্মাজান বিচ্ছেদের দুঃখ দিয়ে চলে যান। হয়তো আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঘর থেকে তার ভাইয়ের জানাযা কাঁধে উঠিয়েছে। হয়তো কারো মা চোখের সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেছে। হয়তো কারো বাবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে চলে গেছেন। হয়তো কারো যুবক সন্তান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। হয়তো কারো দাদীজান কবরস্থানের দিকে যাত্রা করেছে, আর কারো নানীজানও পরকালের দিকে যাত্রা করেছে। নিজের মৃত ঐসকল আত্মীয়-স্বজনদের মতোই একদিন আমরাও হঠাৎ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো।

দিলা গা'ফিল না হো ইক দম ইয়ে দুনিয়া ছোড় জানা হে
বাগিছে ছোড় কর খালি জমি আন্দর সামানা হে
তেরা না'যুক বদন ভাই জু লেটে সাজ ফুলোঁ পর
ইয়ে হোগা একদিন বে'জাঁ ইসে কীড়োঁ নে খানাহে
তু আপনি মওত কো মত ভূল কর সা'মান চলনে কা
যমীঁ কি খাক পর সু'না হে ইটোঁ কা সেরহানা হে
না বাইলী হো সাকে ভাই না বেটা বাপ তে মা'য়ী
তু কিঁউ ফিরতা হে সো দায়ী আমল নে কাম আনা হে

কাহাঁ হে জোরে নমরুদী! কাহা হে তখতে ফিরাউনী!
গেয়ী সব ছোড় ইয়ে ফানী আগর নাদান দানা হে
আযীযা ইয়াদ কর, জিস দিন কেহ ইযরাঈল আয়েঙ্গে
না জা'ওয়ে কোয়ী তেরে সঙ্গ একেলা তু নে জানা হে
জাহাঁ কে শা'গল মে শা'গিল খোদাকে যিকির সে গাফিল
করে দাওয়া কেহ ইয়ে দুনিয়া মেরা দায়িম ঠিকানা হে
গোলাম এক দম না কর গাফলত হায়াতী পর না হো গাররাহ
খোদা কি ইয়াদ কর হারদম কেহ জিসনে কাম আনা হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইতিপূর্বে এরূপ কোন রাত অতিবাহিত করিনি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি কি তোমাদেরকে ঐ দু'টি দিন ও ঐ দু'টি রাতের ব্যাপারে বলবো না! (১) একটি দিন হলো, যখন **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে তোমার নিকট আসা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসবে অথবা **তাঁর** অসন্তুষ্টির বার্তা এবং (২) অপর দিনটি হলো, যখন তুমি নিজের আমলনামা নেয়ার জন্য **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থিত হবে আর ঐ আমলনামা তোমার ডান হাতে দেয়া হবে নাকি বাম হাতে দেয়া হবে। (আর দুই রাতের মধ্যে) একটি রাত হলো, যা মৃত ব্যক্তি নিজের

কবরে অতিবাহিত করবে, এর পূর্বে সে এরূপ রাত কখনো আতিবাহিত করেনি আর দ্বিতীয় রাতটি হলো, যেদিন সকাল কিয়ামতের দিন হবে, অতঃপর আর কোন রাত আসবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৮৮, হাদীস ১০৬৯)

আলা হযরতের অসিয়ত

হে আজকের জীবিত ও কালকের মৃতরা! হে ধ্বংসশীলেরা! হে দূর্বলেরা! হে শক্তিহীনেরা! হে দূর্বলেরা! হে শিশুরা! হে যুবকেরা! হে বৃদ্ধরা!! নিশ্চয় **কবরের প্রথম রাত** খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাত, আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আশিকে মাহে নবুওয়ত, ওলীয়ে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআত, পেকরে ফুনুন ও হিকমত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইচে খাইর ও বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফেয, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় **আল্লাহ**র ওলী এবং মহান আশিকে রাসূল হওয়ার পরও এই অসিয়ত করেছেন যে, (দাফনের পর ত্বালকীন করার পর) দেড় ঘন্টা কবরের চেহারার দিকের অংশে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

দরূদ শরীফ এমন আওয়াজে পড়তে থাকবে, যেনো আমি শুনি। অতঃপর আমাকে দয়াময় **আল্লাহ পাকের** দায়িত্বে সমর্পণ করে চলে এসো আর যদি কষ্ট সহনশীল হয় তবে পরিপূর্ণ তিন দিন এবং তিন রাত একজনের পর একজন করে দু'জন আত্মীয় বা বন্ধু চেহারার দিকে কোরআন শরীফ ও দরূদ শরীফ এমন আওয়াজে বিরামহীন ভাবে পড়তে থেকো, যেনো **আল্লাহ পাক** যদি চায় তবে এই নতুন জায়গায় মন বসে যাবে।

(হায়াতে আলা হযরত, ৩য় অংশ, ২৯১ পৃষ্ঠা)

স'গে মদীনার অসিয়ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুসরনে স'গে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক)ও এরূপ অসিয়ত করে রেখেছেন। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"রাসাঈলে আত্তারীয়া"**য় অন্তর্ভূক্ত পুস্তিকা **"মাদানী অসিয়তনামা"**র ৩০১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "সম্ভব হলে আমাকে ভালবাসা পোষনকারীরা আমার দাফনের পর ১২ দিন পর্যন্ত আর তা সম্ভব না হলে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা হলেও আমার কবরের চারপাশে বসে থাকবেন এবং যিকির ও দরূদ, কোরআন তিলাওয়াত ও নাত ইত্যাদির মাধ্যমে আমার মনোরঞ্জন করতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله এতে নতুন জায়গায় আমার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

মন বসে যাবে, উক্ত সময়েও এবং সর্বদায় জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হবেন।"

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব ﷺ এর কান্না করা

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর সম্পর্কে **খোদাভীতি** পর্যবেক্ষণ করুন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের পাড়ে বসলেন আর এতো বেশি কান্না করলেন যে, মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: এর জন্য প্রস্তুতি নাও।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৬, হাদীস ৪১৯৫)

সুয়া কিয়ে নাবাকার বান্দে, রুয়া কিয়ে যার যার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ হলো কবর

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখনই কোন কবরে উপস্থিত হতেন, তখন এতো বেশি কান্না করতেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো।

আরয করা হলো: জান্নাত ও দোযখের আলোচনায় আপনি এতো বেশি কান্না করেন না, কিন্তু কবরের পাশে এলে অনেক কান্না করেন, এর কারণ কি? বললেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে শুনেছি: **আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ হলো কবর**, যদি কবরবাসীরা এ থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তবে পরবর্তী ধাপগুলো এর চেয়েও সহজ আর যদি এটা থেকে মুক্তি না পায় তবে পরবর্তী ধাপগুলো আরো কঠিন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৫০০, হাদীস ৪২৬৭)

জানাযা হলো নিশ্চুপ মুবাল্লিগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো, যূন নূরাইন, জামেউল কোরআন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর **খোদাভীতি**! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আশরায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ ঐসকল দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত, যাঁদেরকে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** সত্য জবানে বিশেষভাবে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তাঁকে নিষ্পাপ ফিরিশতারাও লজ্জা বোধ করতেন। এরপরও কবরের ভয়াবহতা, একাকীত্ব এবং অন্ধকারের ব্যাপারে খুবই ভীত থাকতেন আর অপরদিকে

আমরা,নিজের কবরকে একেবারে ভুলে আছি, দৈনিক মানুষের জানাযা উঠতে দেখেও এটা ভাবছি না যে, একদিন আমার জানাযাও উঠানো হবে, নিশ্চয় এই জানাযা আমার জন্য নিশ্চুপ মুবাল্লিগের ভূমিকা পালন করছে। সে যাকিছু এই অবস্থায় বলছে তা কেউ এভাবে পংতি আকারে ব্যক্ত করেছে:

জানাযা আগে আগে কেহ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো
মেরে পিছে চলে আও তোমহারা রেহনুমা মে হো

অন্ধকার ভীতি সঞ্চার করে

হে আশিকানে রাসুল! আফসোস শতকোটি আফসোস! আমরা অন্যকে কবরে রাখতে দেখি কিন্তু এটা ভূলে যাই যে, একদিন আমাকেও কবরে রাখা হবে। আহ! আমাদের অবস্থা এমন যে, রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে তখন ভয় পাই, বিশেষত একা হলে তো অনেক ভয় পেয়ে যাই এবং অন্ধকার ভীতি সঞ্চার করে, আফসোস! এরপরও কবরের ভয়ানক ঘোর অন্ধকারের কোন অনুভূতি নেই। নামাযও আমরা ঠিক মতো পড়ি না, রমযানুল মোবারকের রোযাও আমরা রাখি না, ফরয হওয়ার পরও আমরা পরিপূর্ণ যাকাত আদায় করি না, পিতামাতার অধিকার আমরা আদায় করতে পারিনা, আফসোস!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ان شاء الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

রাতদিন গুনাহের মাঝে অতিবাহিত করছি, নিশ্চয় মৃত্যুর একটি সময় নির্ধারিত আছে, তা ফেরানো সম্ভব নয়, যদি এভাবে গুনাহ করতে করতে হঠাৎ মৃত্যুর বার্তা এসে যায় আর আমাদের কবরের গর্তে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়, তবে জানি না আমাদের **কবরের প্রথম রাত** কিভাবে অতিবাহিত হবে!

ইয়াদ রাখ হার আ'ন আখির মওত হে
বন তু মত আনজান আখির মওত হে
মরতে জাতে হে হাজারোঁ আদমী
আকিল ও নাদান আখির মওত হে
কিয়া খোশি হো দিল কো চান্দে যিসত সে
গমযাদা হে জান আখির মওত হে
মুলকে ফানী মে ফানা হার শেয় কো হে
সুন লাগা কর কান আখির মওত হে
বারহা ইলমি তুঝে সমঝা চুকে
মান ইয়া মত মান আখির মওত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুবিশাল অট্টালিকার শিক্ষনীয় ঘটনা

মানুষ খুবই দীর্ঘ পরিকল্পনা করে থাকে, কিন্তু তাদের এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগই নেই যে, লাগাম অন্য কারো

হাতে রয়েছে, যখন হঠাৎ লাগাম টানা হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে, তখন সব কিছুই মূল্যহীন হয়ে যাবে, সুতরাং বলা হয়: "মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান" এর এক যুবক সম্পদ উপার্জনের নেশায় নিজের শহর, দেশ, পরিবার পরিজন থেকে দূরে অন্য কোন দেশে চলে গেলো। অনেক টাকা আয় করতো এবং পরিবারের নিকট প্রেরণ করতো, সবার পরামর্শে বিশাল অট্টালিকা বানানোর সিদ্ধান্ত হলো। সেই যুবক বছরের পর বছর ধরে টাকা পাঠাতে লাগলো, আত্মীয়রা অট্টালিকা বানাতে লাগলো এবং তা সুন্দরভাবে সাজাতে লাগলো, এক পর্যায়ে বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়ে গেলো। সেই যুবক যখন দেশে ফিরে আসলো, তখন ঐ বিশাল সুন্দর অট্টালিকায় থাকার ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেলো, কিন্তু আফসোস! নিয়তি সেই সুবিশাল সুন্দর ঘরে স্থানান্তর হওয়ার প্রায় ১ সপ্তাহ পূর্বেই ঐ যুবকের ইন্তেকাল হয়ে গেলো এবং সে নিজের আলোকময় উজ্জল সুবিশাল ঘরের পরিবর্তে ঘোর অন্ধকার কবরে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো।

জাহাঁ মে হে ইবরাত কে হার সু নমুনে
মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ্গ ও বু'নে
কভি গওর সে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে
জু আ'বাদ থে ওহ মকাঁ আব হে সু নে

জাগা জি লাগা নে কী দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরাত কী জা হে তামাশা নেহী হে

দুনিয়ার পাগল

আফসোস! আমাদের অধিকাংশই আজ দুনিয়ার পাগল এবং আখিরাতের ভাবনা হতে বিমূখ, আমাদের মধ্যে কিছু তো এমন, যারা নশ্বর পৃথিবীর স্বাদের কারণে আনন্দ ও খুশি, নিঃশেষ ও ধ্বংসের প্রতি নির্ভয়, মৃত্যুর কল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞাত, দুনিয়ার নেশায় মত্ত আর কিছু এমন, যারা এই নশ্বর দুনিয়ায় হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পর্কে অজ্ঞ, আরাম এবং বিলাসীতা অর্জনে এতই মগ্ন হয়ে গেছে যে, কবরের অন্ধকার, ভয়াবহতা ও একাকীত্বকে ভূলে গেছে। আহ! আজ আমাদের সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য শুধু দুনিয়াবী জীবনের উন্নতির জন্যই ব্যয় হচ্ছে, আখিরাতের উন্নতির চিন্তা অনেক কম দেখা যায়। একটু চিন্তা তো করুন যে, এই দুনিয়ায় কেমন কেমন সম্পদশালী ছিলো, যারা সম্পদ ও রাজত্ব, পদ ও মর্যাদা, পরিবার পরিজনের অস্থায়ী ভালবাসা, বন্ধু বান্ধবের সাময়িক সহচর্য এবং চাকর বাকরের তোষামদ মূলক সেবার মগ্নতা কবরের একাকীত্বকে ভূলে গিয়েছিলো। কিন্তু আফসোস! হঠাৎ

ধ্বংসের মেঘ আচ্ছন্ন করলো, মৃত্যুর ঝড় প্রবাহিত হলো এবং দুনিয়ায় দীর্ঘদিন থাকার আশা ধুলিস্যাৎ করে দিলো, তার সুখ ও শান্তিতে ভরা ঘর মৃত্যু এসে বিরান করে দিলো। আলোয় আলোকিত অট্টালিকা ও প্রাসাদ থেকে উঠিয়ে তাকে ঘোর অন্ধকার কবরে স্থানান্তরিত করে দিলো। আহ! ঐ লোক কাল পর্যন্ত পরিবার পরিজনের সাথে আলোকিত ঘরে হাসি খুশিতে ব্যস্ত ছিলো আর আজ কবরের ভয়াবহতা ও একাকীত্বে বিষন্ন ও ব্যথিত।

আজাল নে না কিসরা হি ছোড়া না দারা
ইসি সে সিকান্দার সা ফা'তাহ ভি হারা
হার ইক লে'কে কিয়া কিয়া না হাসরাত সিধারা
পড়া রাহ গেয়া সব ইয়োঁহী ঠাঠ সারা
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরাত কী জা হে তামাশা নেহী হে

দুনিয়ার প্রতারণা

আফসোস! ঐ ব্যক্তির জন্য, যে দুনিয়ার রঙ তামাশা দেখার পরও এর ধোঁকায় লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু থেকে একেবারে উদাসীন হয়ে যায়। আসলেই যারা দুনিয়াবী জীবনের প্রতারণায়

পড়ে নিজের মৃত্যু এবং কবর ও হাশরকে ভূলে যায় এবং **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার জন্য আমল করে না, তারা খুবই নিন্দার যোগ্য। এই প্রতারণা থেকে আমাদের সাবধান করার জন্য **আল্লাহ পাক** ২২তম পারার সূরা ফা'তিরের ৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا ۪ وَ لَا یَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝۵

(পারা ২২, সূরা ফা'তির, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানব কুল, নিশ্চয় **আল্লাহ**র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে, পার্থিব জীবনে এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ**র নির্দেশের উপর প্রতারণা না করে ঐ বড় প্রতারক (অর্থাৎ শয়তান)।

হে আশিকানে রাসূল ও আমার **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিশ্চয় যে ব্যক্তি মৃত্যু ও এর পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে আসলেই অবহিত, সে দুনিয়ার রঙ তামাশা এবং এর বিলাসীতার প্রতারণায় পতিত হতে পারে না। আপনি কি কখনো কাউকে মৃতের কবরে দেয়ার জন্য ফার্নিচার তৈরি করতে, কবরে এয়ার কন্ডিশন লাগাতে, টাকা পয়সা রাখার জন্য সিন্দুক বানাতে,

খেলায় জেতা কাপ আর দুনিয়াবী সফলতার সার্টিফিকেট সাজানোর জন্য আলমারি বানাতে দেখেছেন? দেখেননি এবং এই কাজ শরয়ীভাবে জায়িযও নেই, তবে যখন সবকিছু এখানেই রেখে যেতে হয়, তবে এই ডিগ্রি দিয়ে আমার কাজ কি? যে সম্পদের জন্য সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেছি, তা আমাদের কি সাহায্য করবে? যে পদমর্যাদার কারণে স্বদম্ভে চলতে থাকি, তা আমাদের কোন কাজে আসবে? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনও সময় আছে, হুঁশে ফিরে আসুন এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নিন।

দুনিয়ায় মুসাফির হিসাবে থাকো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার কাঁধে হাত রেখে ইরশাদ করেন: "দুনিয়ায় এভাবেই থাকো যেনো তুমি মুসাফির।" হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: যখন সন্ধ্যা হবে তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না আর যখন সকাল হয় তখন সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না আর সুস্থ অবস্থায় অসুস্থতার জন্য এবং জীবিতাবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও। **(সহীহ বুখারী, ৪/২২৩, হাদীস ৬৪১৬)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

দুনিয়া আখিরাতের প্রস্তুতির জন্যই নির্ধারিত

হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বশেষ খুৎবায় যা বর্ণনা করেছেন, তাতে এটাও ছিলো: **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে দুনিয়া শুধুমাত্র এজন্যই প্রদান করেছেন, যেনো তোমরা এর মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে পারো আর এজন্য প্রদান করেননি যে, তোমরা এরই হয়ে থাকবে, নিশ্চয় দুনিয়া ধ্বংসশীল আর আখিরাত স্থায়ী। তোমাদেরকে ধ্বংসশীল (দুনিয়া) যেনো প্রতারণা করে স্থায়ী (আখিরাত) থেকে উদাসীন করে না দেয়, ধ্বংসশীল দুনিয়াকে স্থায়ী আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিও না, কেননা দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** নিকট ফিরে আসতে হবে। **আল্লাহ পাককে** ভয় করো, কেননা **তাঁর** ভয় **তাঁর** শাস্তি থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ এবং **তাঁর** নৈকট্য লাভের মাধ্যম।

(যাম্মুদ দুনিয়া মাআ মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৮৩, নম্বর ১৪৬)

হে ইয়ে দুনিয়া বে ওয়াফা আখির ফানা
না রাহা ইস মে গদা না বাদশাহ

হে আশিকানে রাসূল ও আমার প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়ার অবস্থা একটি রাস্তার মতোই, যা অতিক্রম করার পরই গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, এবার এই গন্তব্য জান্নাত হবে নাকি জাহান্নাম! এটা এর উপর নির্ভর করে যে, আমরা এই সফর কিভাবে অতিক্রম করেছি! **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে অতিবাহিত করেছি নাকি অবাধ্য হয়ে? সুতরাং যদি আমরা জান্নাতের নেয়ামত সমূহ নিতে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচতে চাই তবে আমাদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"**

হে আল্লাহ! আমার কথা যেনো মনে গেঁথে যায়।

মৃত ব্যক্তির ঘোষণা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতী হতে আমার প্রাণ, যদি মানুষ তার (অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারীর) অবস্থা দেখতো এবং তার কথা শুনতো তবে মৃত ব্যক্তির কথা ভূলে গিয়ে নিজের জন্য কান্না করতো। যখন মৃত ব্যক্তিকে জানাযার খাটে রেখে উঠানো হয়, তখন তার রূহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

ছটফট করতে করতে জানাযার খাটের উপর বসে বলতে থাকে: **হে আমার পরিবার পরিজন!** দুনিয়া তোমাদের সাথে যেনো এমন ভাবে না খেলে, যেভাবে সে আমার সাথে খেলেছে, আমি হালাল ও হারাম সম্পদ জমা করেছি আর সেই সম্পদ অপরের জন্য রেখে এসেছি। এর উপকারীতা তাদের জন্য আর এর অপকারীতা আমার জন্য, ব্যস যাকিছু আমার সাথে হয়েছে সে সম্পর্কে ভয় করো (অর্থাৎ শিক্ষা অর্জন করো)।

(আত তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ব্যক্তির চিৎকার

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন জানাযা প্রস্তুত হয়ে যায় আর লোকজন তাকে কাঁধে উঠায়, যদি সে নেককার হয় তবে বলে: আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো আর যদি সে গুনাহগার হয় তবে সে তার আত্মীয় স্বজনকে বলে: আহ! আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো! মানুষ ব্যতীত প্রত্যেকেই তার আওয়াজ শুনে, যদি মানুষ তা শুনতো তবে অজ্ঞান হয়ে যেতো। **(সহীহ বুখারী, ১/৪৬৫, হাদীস ১৩৮০)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কবরের চিৎকার

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাজ্জাজ ছুমালী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন কবর তাকে লক্ষ্য করে বলে: হে লোক তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কেনো আমাকে ভূলে ছিলে? তুমি কি এটাও জানতে না যে, আমি হলাম ফিতনার ঘর, অন্ধকার ঘর, তারপরও তুমি কি কারণে আমার উপর স্বদম্ভে চলেছো? যদি সেই মৃতব্যক্তি নেককার বান্দা হয় তবে এক অদৃশ্য আওয়াজ কবরকে বলে: হে কবর! সে যদি ঐরূপ হয়, যে নেকীর দাওয়াত দিতো এবং অসৎ কাজে বারণ করতো তবে! (তার সাথে কিরূপ আচরণ করবে?) কবর বলে: যদি এরূপ হয় তবে আমি তার জন্য বাগান হয়ে যাবো। অতঃপর সেই ব্যক্তির শরীর নূর দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তার রূহ **আল্লাহ পাকের** দরবারের দিকে উড়ে যায়।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৬/৬৭, হাদীস ৬৮৩৫)

হে আশিকানে রাসূল ও প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার, ঐ সময় যখন কবরে একাকী থাকতে হবে, আতঙ্ক বিরাজ করবে, কোথাও যেতে পারবে না, কাউকে ডাকতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

পারবে না এবং পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোন উপায় থাকবে না। তখন কবরের বুকফাঁটা চিৎকার শুনে কেমন লাগবে!

কবর রোজানা ইয়ে করতি হে পুকার মুঝ মে কিড়ে মাকোড়ে বে শুমার
ইয়াদ রাখ! মে হো আন্ধেরি কুঠরী মুঝ মে সুন ওয়াহশাত তুঝে হোগী বড়ী
মেরে আন্ধর তু একেলা আয়েগা হাঁ মগর আমাল লেয়তা আয়েগা
তেরা ফন তেরা হুনার উহদা তেরা কাম আয়েগা না সরমায়া তেরা
দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু না জা আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া
দিল সে দুনিয়া কি মুহাব্বাত দূর কর দিল নবী কে ইশক সে মা'মুর কর
লন্ডন ও প্যারিস কে স্বপ্নে ছৌড় দেয়
ব্যস মদীনে হি সে রিশতা জোড় লে

জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত!

আল্লাহ পাবের প্রিয় মাহবুব, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবর হয়তো জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান হবে বা জাহান্নামের গর্ত সমূহ হতে একটি গর্ত হবে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪/২০৮, হাদীস ২৪৬৮)

গোরে নায়কাঁ বাগ হুগী খুলদ কা
মুজরীমোঁ কী কবর দোযখ কা গাড়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

অনুগত বান্দাদের প্রতি কবরের দয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায ও সুন্নাতের উপর আমলকারীদের জন্য কবরে প্রশান্তি এবং বে নামাযী ও গুনাহে ভরা শরীয়াত বিরোধী ফ্যাশন কারীদের জন্য আপদই আপদ হবে, যেমনটি হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন ওমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: কবর মৃত ব্যক্তিকে বলে যে, যদি তুমি তোমার জীবনে **আল্লাহ পাকের** আনুগত ছিলে তবে আজ আমি তোমার প্রতি দয়া করবো আর যদি তুমি তোমার জীবনে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্য ছিলে তবে আমি তোমার জন্য আযাব হবো, আমি হলাম ঐ ঘর, যে আমার মাঝে নেকী এবং আনুগত্য প্রদর্শনকারী হয়ে প্রবেশ করবে, সে আমার থেকে সন্তুষ্টচিত্তে বের হবে আর যে অবাধ্যতা ও গুনাহগার হবে, সে আমার নিকট হতে বিপন্ন অবস্থায় বের হবে।

(শরহুস সূদুর, ১১৪ পৃষ্ঠা। আহওয়ালুল কুবুর লি ইবনে রজব, ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রতিবেশী মৃতদের চিৎকার

বর্ণিত আছে: যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় আর তার উপর আযাব হয়, তখন প্রতিবেশী মৃতরা তাকে চিৎকার

করে বলে: হে দুনিয়া হতে আগমনকারী! তুমি কি আমাদের মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ করোনি? তুমি কি দেখোনি যে, আমাদের আমল কিভাবে শেষ হয়েছে? আর তোমার তো আমল করার সুযোগ ছিলো, কিন্তু তুমি সময় নষ্ট করেছো, কবরের কোণা কোণা তাকে চিৎকার করে বলতে থাকে: হে জমিনের উপর স্বদম্ভে বিচরণকারী! তুমি মৃতদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করোনি কেনো? তুমি কি দেখোনি যে, তোমার মৃত আত্মীয় স্বজনকে মানুষ কাঁধে উঠিয়ে কিভাবে কবর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলো। **(শরহুস সূদুর, ১১৬ পৃষ্ঠা)**

মৃতের সাথে কথোপকথন

"শরহুস সূদুরে" বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত মওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর সাথে মদীনায়ে মুনাওয়ারার কবরস্থানে গেলাম। হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم কবরবাসীকে সালাম দিলেন ও বললেন: হে কবরবাসী! তোমরা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বলবে নাকি আমি তোমাদের বলবো?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ان شاء الله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমরা কবর থেকে "وَعَلَيۡكُمُ السَّلَامُ وَ رَحۡمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ" এর আওয়াজ শুনলাম এবং কেউ যেনো বলতে লাগলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনিই বলুন, আমাদের মৃত্যুর পর কি হয়েছে? হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم বললেন: শুনে নাও! তোমাদের সম্পদ বন্টন হয়ে গেছে, তোমাদের স্ত্রীরা আরেকটি বিবাহ করেছে, তোমাদের সন্তানরা এতিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে, যে ঘরটি তুমি অনেক মজবুত করে তৈরি করেছো, তাতে তোমার শত্রুরা বসবাস করছে। এখন তুমি তোমার অবস্থা সম্পর্কে বলো: এটা শুনে একটি কবর থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আমাদের কাফন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আমাদের চুল ঝরে পড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, আমাদের শরীরের চামড়া টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আমাদের চোখ বের হয়ে গালে চলে এসেছে এবং আমাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে পুঁজ বের হচ্ছে আর আমরা যা কিছু আগে প্রেরণ করেছি (অর্থাৎ যেরূপ আমল করেছি) তাই পেয়েছি, যা কিছু ছেড়ে এসেছি তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। **(শরহুস সূদুর, ২০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ২৭/৩৯৫)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

কোথায় সেই সুন্দর চেহারা?

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুৎবায় বলতেন: কোথায় সেই সুন্দর চেহারার অধিকারীরা? কোথায় নিজ যৌবনের প্রতি অহংকারীরা? কোথায় গেলো সেই বাদশাহরা যারা সুবিশাল শহর নির্মাণ করিয়েছিলো এবং তা মজবুত দূর্গ দ্বারা শক্তিশালী করেছে? কোথায় চলে গেলো যুদ্ধের ময়দানে বিজেতারা? নিশ্চয় সময় তাদেরকে অপদস্থ করেছে আর এখন তারা কবরের অন্ধকারে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি করো! নেকীর প্রতি অগ্রসর হও! আর মুক্তি অন্বেষণ করো। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭/৩৬৫, হাদীস ১০৫৯৫)**

এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাদেরকে দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব, এর বিশ্বাসঘাতকতা এবং কবরের অন্ধকারের অনুভূতি প্রদান করে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করছেন, কবর ও হাশরের প্রস্তুতির মনমানসিকতা দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান সেই, যে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নেকীর

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

ভান্ডার জমা করে নেয় এবং সুন্নাতের মাদানী প্রদীপ কবরে সাথে নিয়ে যায় আর এভাবে কবর আলোকিত করার ব্যবস্থা করে নিন। অন্যথায় কবর কখনোই এই বিচার করবে না যে, আমার মধ্যে কে এসেছে! ধনী হোক বা ফকির, উজির হোক বা তার পরামর্শদাতা, রাজা হোক বা প্রজা, অফিসার হোক বা পিয়ন, মালিক হোক বা কর্মচারী, ডাক্তার হোক বা রোগী, ঠিকাদার হোক বা শ্রমিক যদি কারো নিকট আখিরাতের পাথেয় কম হয়, নামায ইচ্ছাকৃত কাযা করলো, রমযান শরীফের রোযা শরীয়াতের কারণ ব্যতীত রাখলো না, ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করলো না, হজ্ব ফরয ছিলো কিন্তু আদায় করলো না, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শরয়ী পর্দা বাস্তবায়ন করলো না, পিতামাতার অবাধ্যতা করলো, মিথ্যা, গীবত, চুগলিতে অভ্যস্ত ছিলো, সিনেমা, নাটক দেখতো, গান বাজনা শুনতো, দাঁড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি হতে কমাতো। মোটকথা অধিকহারে গুনাহে ভরা আসরে উপস্থিত থাকতো, তবে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অবস্থায় অনুশোচনা ও অপদস্ততা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। যে ফরযের পাশাপাশি নিয়মিত নফলও আদায় করে, রমযানুল

মোবারক ছাড়াও নফল রোযা রাখে, অলিতে-গলিতে গ্রামে-গঞ্জে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগায়, কোরআনে পাকের শিক্ষা শুধু নিজে অর্জন করেনি বরং অপরকেও দিয়েছে, "চৌক দরস" দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধাবোধ করেনি, "ঘর দরস" অব্যাহত রেখেছে, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন সফর করার পাশাপাশি অপর মুসলমানকেও এর উৎসাহ প্রদান করেছে, প্রতিদিন নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়েছে , **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহে ঈমান সহকারে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে, তবে اِنْ شَآءَ الله তার কবরে হাশর পর্যন্ত রহমতের সমুদ্রে ঢেউ খেলতে থাকবে এবং **নূরে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঝর্ণা দুলতে থাকবে।

কবর মে লেহরায়েঙ্গে তা হাশর চশমে নূর কে
জলওয়া ফরমা হোগী জব তালয়াত রাসূলুল্লাহ কি

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” **(কানযুল উম্মাল)**

গায়ক দা’ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসল?

হে আশিকানে রাসূল! ব্যস সর্বদা **দা’ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে। আসুন! আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি ঈমান সতেজকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করুন: মালিরের (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের (বয়স প্রায় ২৭ বছর) বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, আমার ছোট বেলা থেকে নাত পড়ার শখ ছিলো, ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমি কখনো কখনো অনুরোধের গান গাইতাম, কণ্ঠ ভালো হওয়ার কারণে অনেক প্রশংসা পেতাম, তাতে আমি গর্বে “ফুলে” যেতাম। যখন একটু বড় হলাম, তখন গিটার শিখার ইচ্ছা জাগলো, অতঃপর আমি নিয়মিত গান শিখার জন্য একাডেমীতে ভর্তি হয়ে গেলাম, কয়েক বছর শিখার পর আমি গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা শুরু করলাম, কয়েকটি টিভি চ্যানেলেও গাইলাম। সময়ের সাথে সাথে প্রসিদ্ধিও পেতে লাগলাম। অতঃপর আমার দুবাইয়ে অনেক বড় শোতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হলো, সেখান থেকে ভারতে চলে গেলাম, যেখানে প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত বিভিন্ন গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলাম, বড় বড়

অনুষ্ঠানে ও সিনেমায় গান গেয়েছি এবং অনেক সুনাম ও টাকা উপার্জন করেছি। অতঃপর গায়কদের টিমের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছি, যার মধ্যে কানাডা (টরেন্টো, ভ্যাঙ্কুবার), আমেরিকার ১০টি এস্টেট (শিকাগো, লস এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো ইত্যাদি), ইংল্যান্ডে (লন্ডন) গিয়েছি। যখন কিছুদিনের জন্য দেশে আসলাম তখন পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীরা অনেক অভ্যর্থনা জানালো, যদিও নফসের অনেক মজা অনুভব হচ্ছে কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি ছিলো না, কিছুর কমতি অনুভব হচ্ছিলো। অন্তর রূহানিয়্যতের খোঁজে ছিলো, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া আসা হচ্ছিলো, তখন সেখানে ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিত **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরসে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হলো। দরস ভালো লাগলো সুতরাং আমি মাঝে মাঝে তাতে বসতে লাগলাম, কিন্তু মন ও মননে বারবার দেশের বাইরে যাওয়ার, গান শুনানোর, সম্পদ উপার্জনের এবং খ্যাতি পাওয়ার ভূত চেপে বসেছিলো, দরসের পর ইসলামী ভাই যখনই আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করা শুরু করতো আমি ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যেতাম। একরাতে ঘুমালে স্বপ্নে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লীগের যিয়ারত হলো, যিনি উঁচু

জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে তাঁর নিকট ডাকছিলেন, যেনো আমাকে গুনাহের ভয়াবহতা থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্ভুদ্ধ করছিলেন, যখন সকালে উঠলাম তখন নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুক্ষন গভীরভাবে চিন্তা করলাম, কিন্তু গুনাহে ভরা অবস্থাই পেলাম, কিছুদিন পর আমি আরো একটি স্বপ্ন দেখলাম যা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো! দেখলাম কি, আমি মারা গেছি আর আমার লাশকে গোসল দেয়া হচ্ছে, আমি নিজেকে বরযখে পেলাম, তখন আমি নিজেকে এমন অসহায় অনুভব করলাম, যা আর কখনো হইনি, এবার আমি নিজেকে বললাম: "তুমি অনেক প্রসিদ্ধ হতে চাও, দেখে নাও নিজের অবস্থা!" সকালে যখন চোখ খুললো তখন আমি ঘামে ভিজে গিয়ে ছিলাম আর আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিলো এবং এমন লাগছিলো যে, আমাকে আরেকটি সুযোগ দিয়ে পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হয়েছে। এবার মাথা থেকে গান গাওয়ার ভূত পরিপূর্ণভাবে দুর হয়ে গেলো, আমি গুনাহ থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করলাম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলাম যে, ভবিষ্যতে কোন অবস্থাতেই আমি আর গান গাইবো না। যখন পরিবারের সদস্যরা একথা শুনলো তখন তারা কঠোরভাবে

বাধা দিলো, কিন্তু **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় আমার মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। স্বপ্নে আবারো আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সেই মুবাল্লিগের যিয়ারত হলো, তিনি আমাকে সাহস জোগালেন। **আল্লাহ পাকে**র এই মুবারক ইরশাদ:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۹﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদের কে আপন পথ দেখাবো, এবং নিশ্চয় **আল্লাহ** সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে আছেন।)

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

এই আয়াতের মতোই আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে স্থায়ীত্ব অর্জিত হলো, আমি নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে দিলাম, আমার চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলাম এবং মাথা সবুজ পাগড়ি দ্বারা সজ্জিত করে নিলাম। পূর্বে আমি গানের পঙক্তি পড়তাম, এখন মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যায়ন করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো। এক রাতে কোন একটি কিতাব পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে

পড়লাম, তখন আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো এবং স্বপ্নে আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়ে গেলো, যার জন্য আমি আমার **আল্লাহ পাকের** যতোই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা কেনো কম হবে। এতে আমার মনে দৃঢ়তা অর্জিত হলো। অতঃপর মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হযরত আল্লামা হাফিয মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কবর মুবারক যখন ভারী বৃষ্টি বর্ষনের ফলে খুলে গেলো, তখন তাঁর অক্ষত শরীর, তাজা কাফন, সবুজ পাগড়ি এবং বাররী চুলের ঝলক দেখে আমি খুশিতে দুলে উঠলাম যে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পর্কিতদের উপর **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরূপ দয়া ও অনুগ্রহ। মাদানী কাজ করতে করতে কালকের গায়ক জুনাইদ শেখ দ্বীনি পরিবেশের বরকতে আজকে মুবাল্লীগ ও নাত পরিবেশনকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** যেলী মুশাওয়ারাতের খাদিম (নিগরান) হিসাবে মসজিদ ও বাজারে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস দেয়া, ফজরের নামাযের জন্য জাগানো, মাদানী দাওরার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **আল্লাহ পাক** আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

স্বপ্নে ৯৯টি আসমাউল হুসনার প্রতি উৎসাহ

হে আশিকানে রাসূল ও প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া জুড়ে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত সাবেক গায়ক (Singer) জুনাইদ শেখ এই "**মাদানী বাহার**" লিখে দেয়ার কিছুদিন পর স'গে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কে বলা হলো যে, "اَلْحَمْدُ لِلّٰه সম্প্রতি আমার আবারো একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়েছে, যা **আল্লাহ পাকের** আসমাউল হুসনা মুখস্ত করার ইঙ্গিত ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা আমি মুখস্ত করে নিয়েছি।" প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা سُبْحٰنَ الله! এমনিতে তো হাদীসে পাকে ৯৯টি আসমাউল হুসনা মুখস্ত করার ফযীলত বিদ্যমান, কিন্তু সৌভাগ্যের মেরাজ যে, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ এনে **তাঁর** আশিককে বিশেষভাবে এর উৎসাহ প্রদান করলেন। ৯৯টি আসমাউল হুসনার ফযীলত শুনুন আর আন্দোলিত হোন, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** ৯৯টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করে নিলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ বুখারী, ২/২২৯, হাদীস ২৭৩৬) **(বিস্তারিত জানার জন্য "নুযহাতুল ক্বারী শরহে বুখারী" ৮৯৫-৮৯৮ পৃষ্ঠা দেখে নিন)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস ১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ
নেক হো জায়ে মুসলমান, মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাক পরিধানের ১৪টি মাদানী ফুল

প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন: **(১)** "জ্বিনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা। (মুজামুল আওসাত, ১০/১৭৩, হাদীস ১০৩৬২) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টিকে আড়াল করে, অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাকের** যিকিরও জ্বিনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার

কারণে জ্বিনেরা তা (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১/২৬৮) **(২)** "যে কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَ لَا قُوَّةٍ তবে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮১, হাদীস ৬২৮৫) **দোয়ার অনুবাদ:** 'সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য, **যিনি** আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন আর আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আমাকে দান করেছেন।' **(৩)** "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উত্তম কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকে, **আল্লাহ পাক** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ শরীফ, ৪/৩২৬, হাদীস ৪৭৭৮)

তেরি সা'দগী পে লাখোঁ তেরি আ'জেযী পে লাখোঁ
হো সালামে আজিযা'না মাদানী মদীনে ওয়ালে

(৪) প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ সাদা কাপড়ের হতো। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৩৬ পৃষ্ঠা) **(৫)** পোশাক পরিচ্ছদ যেনো হালাল উপার্জনের হয় আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হবে, তা দ্বারা ফরয ও নফল কোন নামাযই কবুল হবে না। (প্রাগুক্ত, ৪১ পৃষ্ঠা) **(৬)** বর্ণিত রয়েছে:

যে (ব্যক্তি) বসে পাগড়ী বা দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে এমন রোগে আক্রান্ত করবেন, যার কোন চিকিৎসা নেই। (প্রাগুক্ত, ৩৯ পৃষ্ঠা) **(৭)** কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন (কেননা এটা সুন্নাত) যেমন; যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত। (প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা) **(৮)** অনুরূপভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। **(৯) দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর ৩য় খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ সুন্নাত হচ্ছে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা ও আস্তিনের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ আঙ্গুল সমূহের মাথা পর্যন্ত আর প্রস্থে এক বিঘত পরিমাণ। (রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৭৯) **(১০)** সুন্নাত হচ্ছে, পুরুষের লুঙ্গি অথবা পায়জামা টাখনুর উপর রাখা। (মিরাত, ৬/৯৪) **(১১)** পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলারা মেয়েলী পোশাকই পরিধান করুন।

ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। **(১২) দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১ম খন্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে; পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত "সতর" অর্থাৎ এতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়, কিন্তু হাটু অন্তর্ভূক্ত। **(দুররে মুখতার, রুদ্দুল মুখতার, ২/৯৩)** বর্তমানে অনেক লোকেরা লুঙ্গি অথবা পায়জামা এভাবে পরিধান করে যে, নাভীর নিচের কিছু অংশ খোলা থাকে, যদি জামা দ্বারা এভাবে ঢাকা থাকে যে, যার মাধ্যমে চামড়ার রং প্রকাশ না পায়, তাহলে ভাল অন্যথায় হারাম। নামাযে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ খোলা থাকলে নামায হবে না। **(বাহারে শরীয়াত)** বিশেষত হজ্ব অথবা ওমরার ইহরাম পরিধানকারীরা এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা উচিত। **(১৩)** বর্তমানে অনেকে সর্ব-সাধারণের সামনে হাফপেন্ট পরিধান করে ঘুরাফেরা করে যার দ্বারা তার হাঁটু এবং উরু দৃষ্টিগোছর হয়, এরূপ করা হারাম। তাদের খোলা হাটু ও উরুর দিকে দেখাও হারাম। বিশেষত খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগার, সমুদ্র সৈকতে এরূপ দৃশ্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই এসব

জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। **(১৪)** অহংকার সূলভ যত পোশাক রয়েছে তা পরিধান করা নিষেধ। অহংকার আছে কি নেই তা এভাবে যাচাই করুন যে, এ কাপড় পরিধান করার পূর্বে নিজের মধ্যে যে অনুভূতি ছিলো তা যদি এ কাপড় পরিধান করার পরেও অবশিষ্ট থাকে তবে বুঝতে হবে এ কাপড় দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হয়নি আর যদি সেই অনুভূতি এখন অবশিষ্ট না থাকে তবে বুঝতে হবে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এধরণের কাপড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, কেননা অহংকার অনেক মন্দ অভ্যাস। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪০৯। রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৭৯)**

মাদানী হুলিয়া

দাঁড়ি, বাবরি চুল, মাথায় সবুজ (ও সাদা) পাগড়ি (সবুজ রং যেন গাঢ় না হয়), কলার বিহীন সাদা জামা, সুন্নাত অনুযায়ী অর্ধগোছা পর্যন্ত লম্বা, এক বিঘত প্রশস্থ হাতা, বুকে হৃদয়ের দিকের পকেটে প্রকাশ্য মিসওয়াক, লুঙ্গি কিংবা পায়জামা টাখনুর উপর। (এছাড়া মাথায় সাদা চাদর ও ৭২টি নেক আমলের উপর আমলের নিমিত্তে পর্দার উপর পর্দা করার জন্য খয়েরী রংয়ের চাদরও সঙ্গে থাকলে তো মদীনা মদীনা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ! আমাকে ও মাদানী হুলিয়া পরিধানকারী সকল ইসলামী ভাইদেরকে সবুজ গম্বুজের ছায়ায় শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন, জান্নাতুল ফেরদৌসে আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। **হে আল্লাহ!** সকল উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উনকা দিওয়ানা ইমামা অওর যুলফ ও রেশ মে
লাগ রাহাহে মাদানী হুলিয়ে মে কিতনা শানদার

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬ তম খন্ড, (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাত কাফিলে মে চলো **লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো**
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো **খতম হো শামতে কাফিলে মে চলো**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إِنْ شَاءَ الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। إِنْ شَاءَ الله

01082185

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ষোলশহর মোড়, ৩.আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net